মুহিব খান

অচিনকাব্য

লেখকের কথা

অচিনকাব্য। অচেনা কবিতা। পুরো বই জুড়েই একটি কবিতা অথবা আড়াই শ' চতূর্পদী বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতা নিয়ে আস্ত একটি বই। এ কবিতাটির আসলে কোনো নামকরণ করা হয়নি বলেই এর নাম দাঁড়িয়েছে *অচিনকাব্য*।

এর ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে আছে অপ্রকাশ্য ভাবের নিপুন তরঙ্গ, পংক্তিতে পংক্তিতে লুকিয়ে আছে নিগুড় কল্পনার অতল রহস্য। কখনো সহজ মনে হয়, কখনো কঠিন। কখনো সরল মনে হয়, কখনো জটিল। কখনো পরিষ্কার লাগে, কখনো অদ্ভুত কুয়াশাচ্ছন্ন। কখনো প্রাকৃতিক প্রেম-বিরহের উপাখ্যান, কখনোবা অলৌকিক দর্শন।

কবিতাটির শুরুটি আসলে এর শুরু নয়, শেষটিও নয় শেষ। জনপদে কোনো নতুন আগন্তুকের মতোই, যে আসবে বলেও কেউ জানতো না আবার চলে যাবে বলেও কেউ জানতো না। মাঝপথে তাকে সবাই দেখেছে শুনেছে কিন্তু কেউ তাকে চেনেওনি, বোঝেওনি। আর বোঝেনি বলেই লোকেরা তাকে নিজেদের ধারণা ও অনুমান থেকে নানা মাত্রায় ভুল বুঝেছে আর নিজেদের ধারণায় সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে নিজেরাই।

অচিনকাব্য বইটি প্রথম প্রকাশ হয় ২০০৪ সালে। অনিবার্য দীর্ঘ বিরতির পর *রাহনুমা প্রকাশনী* আবারও প্রকাশ করলো সেই অচেনা কবিতার বই *অচিনকাব্য*।

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
জানুয়ারি ২০১৮ ঈ.

মুহিব খান

অচিনকাব্য

অনেক আগেই তুমি ঝরে গেছো মন
শুকনো পাতার মতো পড়ে আছে ড্রেনে
এ বাতাস ও বাতাস যখন তখন
যেখানে সেখানে খুশি নিয়ে যাবে টেনে।

নর্দমা ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজবে তোমাকে
এমন চিরআপন মিলবে না যদি
আবর্জনার স্তূপে লুকিয়ে না থেকে
ভেসে যাও, পেয়ে যাবে খরস্রোতা নদী।

ওখানে অনেক আছে বন্ধু তোমার
শলা-কাঠি, খর-কুটো আর ঝরাপাতা
ওখানে আপন করে কাউকে আবার
সাগর পাড়ি দেবার কর 'বন্ধুতা'।

মনভাঙ্গা মন তুমি পাল ছেঁড়া নাও
হাল ছেড়ে বসে থাকো যা হবার হোক
মাহফিল ছেড়ে একা দূরে সরে যাও
হয়তো বা পেয়ে যাবে আরো কিছু লোক!

মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুর আদরে
রাজপথ, অলি-গলি, ঘুরে ফিরে শেষে
ডাস্টবিনে কাটে রাত কি-বা উড়ে উড়ে
নিশাচর, মর্মর, ছাদে-কার্নিশে।

দুঃখ নিয়ো না মনে, তাকিয়ো না পিছু
নড়ে চড়ে লাভ নেই, এভাবেই থাকো
তুচ্ছ তোমার যদি হয়ে যায় কিছু
বিশাল পৃথিবীটার কিছু হবে নাকো।

নিজের কান্না শোনো নিজ কানে কানে
আকাশ ফাটানো হাসি দেখুক সবাই
কাউকে দিয়ো না দোষ ভাবো মনে মনে
নিজেকে নিজেই তুমি করেছো জবাই।

নিজের কবর শুধু নিজে খোঁড়া বাকি
আদা জল খেয়ে আজ লেগে যাও তাতে
নিজ হাতে ধুয়ে মুছে সকল নাপাকী
নিজের কবরে মাটি ঢালো নিজ হাতে।

যেদিকে ছুটবে আজ সেদিকেই পথ
হোক না সে ধানক্ষেত, নদী, খাল-বিল
যেখানে থামবে চলা সেখানে বিপদ
চলতে চলতে পাবে চলার মিছিল।

তোমার মতোই আছে আরো শত শত
ঠিকানাবিহীন বলে নও তুমি একা
অজানা অচেনা পথে পাবে অবিরত
ভাগ্য বিড়ম্বিত পথিকের দেখা।

কখনো তাদের সাথে কারো না আলাপ
কে, কোন কারণে, কবে, বেরিয়েছো পথে
নিয়তির দোষ দিয়ে করো না বিলাপ
নিজের বিচার করো নিজ আদালতে।

কাল নাগিনীর ঠোঁটে দিয়ে চুম্বন
বিনিময়ে পাবে তার উদ্ধত ফনা
পোষা পাখি কবে কার হয়েছে আপন
কখনো কি কেউ তার বুঝেছে ছলনা!

কেন তবে হা-হুতাশ, এতো আফসোস!
মারমুখো হতাশায় কেঁপে ওঠে বুক
রাতের সঙ্গে যার হয়েছে আপোষ
দিনের আলোতে তার খুলবে না চোখ।

এক মুঠো অভিমান রাখো তুলে যদি
তা দিয়েই কেটে যাবে সারাটি জীবন
অনাহুত কষ্টের বাঁধভাঙ্গা নদী
ফুসফুসে জমানোর নেই প্রয়োজন।

জন্মের দেখা হবে মৃত্যুর সাথে
মাঝখানে চলাচল কিছুটা সময়
হাসি আর কান্নায়, বেলা অবেলাতে
আবেগ ও বিবেকের জয় পরাজয়।

কোথায় জানাবে ব্যথা, ব্যথিত সবাই
সুখের কিস্‌সা যদি থাকে কিছু বলো
পুরনো স্মৃতির কথা ভুলে গিয়ে তাই
আগামীর সন্ধানে পা বাড়িয়ে চলো।

বিনিদ্র-বেদুইন পূর্ণিমা রাতে
স্মৃতির কপাটে যদি ভাসে কারো ছবি
বিষণ্ন কবিতার পঙ্‌ক্তিমালাতে
নিজেকে পুড়িয়ে তুমি হতে পারো কবি।

বে-হিসেবী ভালোবাসা দিয়ো না কখনো
মূল্য পাবে না তার, পায়ে যাবে দলে
প্রেমের কাবাব-রুটি, কলিজা পোড়ানো
বে-ওয়ারিশ কুকুরের পেটে যাবে চলে।

শারাবের পেয়ালায় মুখ রাখো যদি
মূল্য হারাবে শুধু, হবে বদনাম
তুমি তো পাবে না কিছু মৃত্যু অবধি
বৃথাই বাড়িয়ে দেবে শারাবের দাম।

মাতালের পেটে লাথি দিয়ে কি-বা হবে
নিজের কপালে দেখো কিছু আছে কি-না
বেলা শেষে ফিরে এসে হয়তো দাঁড়াবে
ব্যথার চাবুক হাতে সে হৃদয়হীনা!

একা একা জেগে রাত কাটালেও তাতে
নিদ্রাপুরীতে ঘুম ভাঙ্গবে না কারো
স্বপ্ন দেখে সবাই সুখ-নিদ্রাতে
ভেঙ্গে দিতে সে স্বপন তুমিও তো পারো।

উদাসী ফুলের ঘ্রাণ দখিনা বাতাসে
ঘর জুড়ে এলোমেলো ফুরফুরে হাওয়া
রূপালী চাঁদের আলো পূবালী আকাশে
খোলা জানালায় বসে বৃথা পথ চাওয়া।

অভিশাপ দাও যদি যাবে তা বিফলে
মনের উপরে কারো বইবে না ঝড়
জ্বালানো মোমের বাতি পড়ে আছে ঢলে
এখনো জ্বলতে বাকি সাজানো বাসর।

নিজেকে নিজেই তুমি মনে কর বোঝা
কী করে তাহলে নেবে অন্যের দায়
বৃথা সে মনের মাঝে সংসার খোঁজা
পরতে পরতে যার রঙ বদলায়।

বুকে হাত দিয়ে যদি বলতে না পারো
আসলে কী চাও তুমি, হে 'বাঁধনহারা'
ভুল পথে পা বাড়িয়ে ভুল হবে আরো
তারচে' পালিয়ে বাঁচো হয়ে ঘরছাড়া।

উদভ্রান্তের মতো পৃথিবীটা ঘুরে
আদরে ঘুমুতে চাও প্রেয়সীর বুকে!
প্রেয়সী দেবে না ঠাঁই, চলে যাবে দূরে
পাগলের বউ তারে বলবে যে লোকে!

দিলের লাগাম দিয়ে হায়রে বেচারী!
বে-দিল ঘোড়াকে কভু যাবে নাকো বাঁধা
ঘোড়া তো বেছেই নেবে নিজের সওয়ার-ই
সওয়ার নিজেই তুমি হয়ে যাবে গাঁধা

তুমি তো আপনহারা, আনমনা কবি
ঘোড়ায় সওয়ার হতে শেখোনি এখনো
হৃদয়ে এঁকো না কারো প্রাণময় ছবি
পায়ে হেঁটে গিয়ে তারে পাবে না কখনো।